`Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফযীলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Tasnuva Tabassom

রোলঃ 216020987


২৩ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Tasnuva Tabassom

রোলঃ 216020987

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফযীলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Tasnuva Tabassom , আইডিঃ 216020987 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফযীলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tasnuva Tabassom

তারিখঃ

২৩ মে, ২০২৪ ইং

Tasnuva Tabassom

আইডিঃ 216020987

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

১. ভূমিকা----------------------------------------------------------৫
২. ধৈর্য / সবর কী ------------------------------------------------------৫
৩. ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত------------------------------------৬
৪. ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা----------------------------------------------৭
৫. সবচেয়ে কঠিন রকমের ধৈর্য কী------------------------------------------৮
৬. ধৈর্যের প্রকারভেদ -------------------------------------------------৯
৭. ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব---------------------------------------------------১২
৮. আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য -------------------------------১৩
৯.ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা --------------------১৪
১০.ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা ------------------১৫
১১.ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা -----------------------১৫
১২.আল-হাদীসে ধৈর্য-----------------------------------------------------১৭
১৩. বালা-মুসীবতে নবী এবং সাহাবীদের জীবনে ধৈর্যের দৃষ্টান্ত---------- ২৪
১৪. সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য-------------------------২৮
১৫.বালা মুসিবা অবস্থায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত--------------------------২৯
১৬.বালা-মুসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম----------২৯
১৭.বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হলে করণীয়-------------------------------- ৩২
১৮. বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের দোয়া--------------------------------৩৩
১৯. ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায়----------------------------------------- ৩৪
২০. যেসব কাজে ধৈর্য ধারণ করতে হয় ----------------------------------৩৭
২১. ধৈর্যহীনতার পরিণতি---------------------------------------------৩৯
২২. পরিশেষ-------------------------------------------------------৪০

## ভূমিকা:

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই এর মূল লক্ষ্য। এ মহান লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদি যুগ থেকে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন মানবতার উৎকর্ষের পূর্ণতা প্রদানের জন্য।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, ‘বুইছতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক’, অর্থাৎ আমাকে পাঠানো হয়েছে সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য। (মুসলিম ও তিরমিজি) । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, ‘ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আজিম’, অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.), নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (পারা: ২৯, সূরা-৬৮ কলম, আয়াত: ৪)।

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কোরআনে স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন।

## ধৈর্য / সবর কী:

ধৈর্যের আরবি হলো সবর। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা ইত্যাদি। সহিষ্ণুতার আরবি হলো হিলম। সবর ও হিলম শব্দদ্বয়ের মাঝে কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণত সবর তথা ধৈর্য হলো অপারগতার কারণে বা অসমর্থ হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা বা প্রতিরোধ না করা।

আর হিলম, অর্থাৎ সহিষ্ণুতার মানে হলো শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। এ অর্থে হিলম ছবর অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়। তবে এ উভয় শব্দ কখনো কখনো অভিন্ন অর্থে তথা উভয় অর্থে এবং একে অন্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

আত্মিকভাবে 'সবর' বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, দুর্দশা ও চাপের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

# ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

কতক আলিম ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলেঅভিহিত করেছেন, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি। ধৈর্য বিনে মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয়।

আবু উসমান বলেন, “(ধৈর্য হচ্ছে তা) যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।” আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কি বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা।” আল-খাওয়াস বলেন, “ধৈর্য বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা বোঝায়।” আরেকজন আলিমের মতে : “কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য।” আর আলি ইবনু আবী তালিব বলেন, “ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।"

দুঃখ-দুর্দশার সময়গুলোতে ধৈর্যশীল থাকার অবস্থা ভালো, নাকি এমন অবস্থা ভালো যাতে ধৈর্যের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না?

আবূ মুহাম্মাদ আল-হাবিরি বলেন, “ধৈর্য হচ্ছে সুদিন ও দুর্দিনকে আলাদা করে না দেখা এবং সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।” ইবনু কায়্যিম বলেন, এটা খুবই কঠিন, আর এমনটা করতে আমাদের নিদের্শও দেওয়া হয়নি। আল্লাহ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, আমরা সুসময় ও দুঃসময়ের মধ্যকার পার্থক্যটা অনুভব করতে পারি। আর বড়জোর চাপের সময় উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি। ধৈর্যের মানে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় একইরকম অনুভূতি নয়-এটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং তা মানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না।

কঠিন অবস্থার চেয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। যেমনটা নবিজি তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দুআতে বলেছেন:

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير أن عافيتك أوسع لى

"আপনি যদি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়াকরি না। তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা ও সুখ-শান্তি আমি চাই।”[১২]

এটা সেই হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে বলা হয়েছে:

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কিছু দেওয়া হয়নি।"

কারণ এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের ধৈর্যশীলতার পরিচয় মেলে দুর্দশায় পতিত হওয়ার পর। কিন্তু সহজতাই শ্রেয়।

## ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা

একজন আলিম বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিপরীতে বোধশক্তি ও দ্বীনের প্রেরণার ওপর অটল থাকা।" মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু সহজাত বিবেচনাশক্তি ও ধর্মীয় প্রেরণার মাধ্যমে এই ঝোঁকের লাগাম টেনে ধরা উচিত। এই দুই পরাশক্তি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে-কখনো বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জয়ী হয় আবার কখনো প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা বিজয়ী হয়। এই মারাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের মন।

পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে:

- আপনার ধৈর্য যদি যৌনকামনা রোধ করে, তবে একে বলে পবিত্রতা। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও লাম্পট্য।
- ধৈর্য যদি আপনাকে পেটের অবৈধ কামনা ও খাবারের জন্য তাড়াহুড়ো করা কিংবা বাজে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তবে তার নাম 'অভিজাত নফস'। এর বিপরীত হলো লালসা, হীনতা ও নিকৃষ্টতা।
- 'প্রকাশ করা ঠিক নয়' এমন কিছু প্রকাশ না করে চুপ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে এটাকে বলে গোপনীয়তা। এর বিপরীত হলো জনসম্মুখে প্রচার করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ, কদর্যতা, গালিগালাজ, মিথ্যা ও দুর্নামকরণ।
- যদি জীবনযাপনে অতিরিক্ত খরচ না করে ধৈর্য ধরা হয়, তবে একে আত্মসংযম বলা হয়। লোভ হচ্ছে এর বিপরীত।
- যদি দুনিয়ায় অল্পে তুষ্ট হন, তাহলে একে বলা হবে অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীতও লোভ।
- ধৈর্য যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, তবে একে বলে সহিষ্ণুতা। হঠকারিতা এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়াশীলতা এর বিপরীত।

- আপনার ধৈর্য যদি আপনাকে ত্বরাপ্রবণতা থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে গাম্ভীর্য, স্থিরতা। এর বিপরীত হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা ও চপলতা।
- ধৈর্য যদি আপনাকে পালিয়ে যাওয়ার ও ছিটকে পড়ার কাপুরুষোচিত স্বভাব থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে সাহসিকতা। যার বিপরীত হচ্ছে কাপুরুষতা ও মাথানত করা।
- ধৈর্য যদি আপনাকে প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে; তবে এটাকে বলা হয় ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা। যার বিপরীত হচ্ছে প্রতিশোধ ও শাস্তিদান।
- যদি ধৈর্য আপনাকে কৃপণ হওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তা বদান্যতা। এর বিপরীত হচ্ছে কৃপণতা।
- ধৈর্য যদি আপনাকে নির্ধারিত সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ হতে বিরত রাখে তবে এর নাম সাওম।
- যদি ধৈর্য আপনাকে অলসতা এবং অক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, তবে একে বলে বিচক্ষণতা।
- আর আপনার ধৈর্য যদি লোকদের দোষারোপ করা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে একে বলে পৌরুষ।

পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এর (ধৈর্যের) নাম যা-ই হোক না কেন, এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এক। এটা প্রমাণ করে, আমাদের ইসলামি জীবনের পূর্ণতা ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল।

## সবচেয়ে কঠিন রকমের ধৈর্য কী

কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা কতটা কঠিন, তা নির্ভর করে কাজটি করার সক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর। যার খুন, চুরি, মদ্যপান জাতীয় অপরাধ করার ইচ্ছেও নেই, শক্তিও নেই, তার জন্য ধৈর্য ধরাটা সহজ। কিন্তু যার এ ধরনের পাপ করার কুমতলবের সাথে সাথে সামর্থ্যও আছে, তার পক্ষে প্রকৃতই ধৈর্য ধরাটা সত্যিই কঠিন। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কঠিন হলো, অন্যায় ও অত্যাচার থেকে হাত গুটিয়ে রাখা। একজন যুবকের পক্ষে কঠিন হলো ব্যভিচার থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখা। একইভাবে কোনো বিত্তবানের জন্য শারীরিক ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশথেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখাটাও কঠিন।

নবিজি বলেন:

عجب ربك من شاب ليست له صبوة

"তোমার রব এমন বালককে দেখে বিস্মিত হন, যার মাঝে বালকসুলভ আচরণ নেই।"[৫৩]
অন্য এক হাদীসে নবিজি যথার্থ ধৈর্যধারণকারীদের আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ ধরনের সহিষ্ণু ব্যক্তির উদাহরণ হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও সব অবস্থায় ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়। সেই যুবক, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং সে ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে। আর সে, যে কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মেয়ের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করে এবং যে দু-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মিলিত হয়, তারই সন্তুষ্টির জন্য আলাদা হয়। সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং তা গোপন রাখে, অন্যদের তা বলে বেড়ায় না।

সুতরাং একজন বৃদ্ধ ব্যভিচারীর, মিথ্যাবাদী শাসক, বিষম অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তির শাস্তি অধিক হবে। কারণ, এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং এ জন্য প্রয়োজন স্বল্প ধৈর্যের। অথচ তাদের হাবভাব থেকেবোঝা যায়, তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

## ধৈর্যের প্রকারভেদ

কাজ বা আচরণ অনুযায়ী ধৈর্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব)

২. পছন্দনীয় (মানদূব)

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর)

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ)

৫. অনুমোদিত (মুবাহ)

**১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য :**

- হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।
- ওয়াজিব আমলগুলো আদায়ে ধৈর্য।
- এমন-সব মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা, যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয় যেমন :অসুস্থতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

## ২. পছন্দনীয় (মানদূব) ধৈর্য :

- মাকরূহ কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।
- মুস্তাহাব ইবাদাতগুলো করার ধৈর্য।
- প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সংযত থাকার ধৈর্য।

## ৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য :

- মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।

- যখন মৃত জন্তু, রক্ত কিংবা শূকরের মাংস না খেলে মৃত্যু অবধারিত তখন তা না খেয়ে ধৈর্য ধরা। তাউস ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন, "যদি কেউ মৃতজন্তু ও রক্ত খেতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তা না খেয়ে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।"

- ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার ধৈর্য। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা কি হারাম নাকি মুবাহ তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর সাথীদের যাহির নস হচ্ছে, ভিক্ষা না করে এ রকম ধৈর্য ধরা জায়েয। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "যদি কেউ ভিক্ষা না করলে মৃত্যুর আশঙ্কা করে তাহলে?" ইমাম আহমাদ বলেন, "না, সে মারা যাবে না। আল্লাহ তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পাঠাবেন।" ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ভিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেহেতু বান্দার চাহিদা এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার নিষ্ঠা সম্পর্কে জানেন, তিনি অবশ্যই তার কাছে রিযিক পাঠাবেন।ইমাম আহমাদও ইমাম শাফিঈ-এর অধিকাংশ সাথীর মতে এমন ব্যক্তির ওপর ভিক্ষা করা ওয়াজিব, আর যদি সে ভিক্ষা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে। কেননা, ভিক্ষার মাধ্যমে সে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

- অপর একটি নিষিদ্ধ ধৈর্য হচ্ছে এমন-সব বিষয়ে ধৈর্য ধরা, যা মানুষকে ধ্বংস করে।যেমন: হিংস্র জন্তু, সাপ, আগুন, পানি কিংবা এমন কাফির থেকে আত্মরক্ষা না করা, যে তাকে হত্যা করতে চায়।
- ফিতনার সময় ধৈর্যধারণ-যখন মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। মুসলিমদের মধ্যে যখন পরস্পর খুনোখুনি হয় তখন ধৈর্যধারণ করা অনুমোদিত (মুবাহ), একই সাথে মুস্তাহাবও (পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়)। নবিজি-কে যখন এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন:

كن كخير ابني آدم

আদামের দু-সন্তানের উত্তম জনের মতো হও।”

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় নবিজি বলেন,

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

“আল্লাহর (অন্যায়ভাবে) নিহত বান্দার মতো হও, তার মতো নয় যে (অন্যায়ভাবে) হত্যাকারী। " এবং دعه يبوء بإثمه وإثمك "তাকে (খুনি) নিজের এবং তোমার পাপের ভার বহন করতে দাও।” অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, "যদি তরবারির ঔজ্জ্বল্য তোমার চোখ ঝলসে দেয় তবে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নাও।”

আল্লাহ কুরআনে আদাম-এর দুই সন্তানের উত্তম জনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে সে কীভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের ব্যাপারটা আলাদা। এ অবস্থায় মুসলিমদের জন্য আত্মরক্ষা ওয়াজিব; কারণ, জিহাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে এবং মুসলিমদের রক্ষা করা।

**৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য :**

- খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন থেকে এতটুকু বিরত থাকা, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
- স্ত্রীর প্রয়োজনের সময় যৌনমিলন না করা।
- মাকরূহ কাজ করার ধৈর্য।
- মুস্তাহাব আমল না করার ধৈর্য।

**৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য :**

- অনুমোদিত (মুবাহ) এবং ইসলামে বাধ্যবাধকতা নেই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার ধৈর্য।

## ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব :

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজিদে বলেছেন,

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (পারা: ৩০, সূরা-১০৩, আসর, আয়াত: ১-৩)

সবর বা ধৈর্যধারণ করা মু'মিন মুজাহিদের অন্যতম একটি গুণ। যা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই জন্য জীবনে কখনো বিপদাপদ বা মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কুরআনে প্রায় নব্বই জায়গায় সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَابِرِيْنَ.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اَلصَّبْرُ ضِيَاءٌ

সবর হল জ্যোতি।

হযরত উমর রা. বলেন,

إِنَّ أَفْضَلَ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ بِالصَّبْرِ،

সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।[1]

হযরত আলী রা. বলেন, "ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।" এরপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেন, "যার ধৈর্য নেই, তার ঈমান নেই।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেন নি।

[১] সূরা বাকারা: ১৫৩

[২] সহিহ মুসলিম: ২২৩

[৩] আস-সবর ওয়াস সাওয়াব আলাইহ (ইবনে আবিদ-দুনিয়া): ২৩

[৪] আস-সবর ওয়াস সাওয়াব আলাইহ (ইবনে আবীদ দুনিয়া): ২৪

## আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য :

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল।

অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

## ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা :

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

আবূ আলি আদ-দাফকাক বলেন, "ধৈর্যশীলরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিতে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করেছে। কেননা, তাঁরা আল্লাহর সঙ্গ লাভ করেছে।"

ধৈর্য ও তাকওয়া আল্লাহর সাহায্যের শর্ত:

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

"হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তারা (অর্থাৎ শত্রুরা) মুহূর্তের মধ্যে এখানে তোমাদের ওপর এসে পড়ে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক বিশেষভাবে চিহ্নিত পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"

এ জন্য নবি বলেছেন,

واعلم أن النصر مع الصبر জেনে রাখো, সবরের সাথেই সাহায্য রয়েছে।"

## ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা :

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

তিনি আরো বলেন

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। সূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮

## ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা :

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেনÑ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেন

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ.

তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক

দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রা'দ (১৩) : ২২-২৫

আরো ইরশাদ হয়েছে

أُولَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। সূরা কাসাস (২৮) : ৫৪

তিনি আরো বলেন

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ.

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে যখন তারা সবর অবলম্বন করল এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২) : ২৪

ধৈর্যশীলদের পুরস্কার তিনগুণ (নিআমাত, রহমত ও হেদায়াত) :

----- وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ- عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

...ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো। নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে,'আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। এদের প্রতি রয়েছেতাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৬৬]

একজন সালাফ বিপদে পড়ার পরার পর বলেন, আমি কেন ধৈর্য ধরব না, যেখানে আল্লাহ আমাকে ধৈর্যের জন্য তিনটি গুণ দানের অঙ্গীকার করেছেন, যার প্রতিটি দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম?"

## আল-হাদীসে ধৈর্য

### ১. বিপদাপদের সময় ধৈর্য ধরা এবং ইন্না লিল্লাহ পড়া :

উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি: "কোনো মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তা-অর্থাৎ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া- ইন্না ইলাইহি রাজিউন' ('আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব')-বলার পর এবং এ দুআ পাঠ করে :

اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবাতের প্রতিদান দান করুন এবং এর বিনিময়েএরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।' তবে মহান আল্লাহ তাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন। [১৪] উম্মু সালামাহ্ বলেন, এরপর যখন আবু সালামাহ ইনতিকাল করেন, তখন আমি নিজে নিজে বললাম, "কোন মুসলিম আবূ সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ-এর নিকট পৌঁছেছেন। যাহোক আমি এ দুআগুলো পড়লাম। এরপর মহান আল্লাহ আবূ সালামাহ'র বদলে রাসূলুল্লাহ এর মতো স্বামী দান করেছেন।" উম্মু সালামাহ্ বলেন, আমার নিকট বিয়ের পয়গাম পৌঁছুনোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ হাত্বিব ইবনু আবূ বাল্লাআহ্-কে পাঠালেন। আমি বললাম, "আমার একটা কন্যা আছে আর আমি একটু অভিমানী।" তখন রাসূলুল্লাহ বললেন,

"أم" بنتها فادعو الله أن يغنيها عنها وادعو الله أن يذهب بالغيرةأم"

তার কন্যা জন্যা দুআ করব, যাতে তিনি তার সুব্যবস্থা করে দেন। আর (উম্মু সালমাহ সম্পর্কে) দুআ করব যেন আল্লাহ তার অভিমান দূর করে দেন।" অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ-কে বিয়ে করেন।

### ২. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ:

আবূ মূসা আশআরি থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ বলেন,

اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قبضتم
ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا
الحمد في الجنة وسموه بيت لعبدي بيتا

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতাদেরবলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কবয করেছ।' তারা

বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কবয করেছ?' তারা বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হামদ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানাও, আর তার নাম রাখো, বায়তুল হামদ (প্রশংসা-ভবন)'।”[১৫]

### ৩. আঘাতের প্রথম চোটেই ধৈর্যধারণ করতে করা উচিত:

আনাস বললেন, একবার নবি একজন নারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবি তাকে বললেনاتَّقِى الله وَاصْبِرِى" :
আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" তখন সে বলল, "তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে?" যখন রাসূলুল্লাহ চলে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো তিনি তো রাসূলুল্লাহ। তখন তাকে মৃত্যুর মতো ভয় পেয়ে বসল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহর দরজায় এসে হাযির হলো। সে তাঁর দরজায় কোনো দারোয়ান পেল না (তাই সরাসরি ঢুকে গেল)। সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি।"
রাসূলুল্লাহ বলেন, "সবর তো হয় বিপদ আগমনের প্রথম মুহূর্তে।” অথবা বলেছিলেন "আঘাতের প্রথমেই।

### ৪. প্রিয়বস্তু হারানোয় ধৈর্যধারণকারীদের প্রতিদান জান্নাত:

আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 'আল্লাহ বলেন,
من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب ، لم أرض له ثوابًا دون الجنة
আমি যে বান্দার কাছ থেকে তার প্রিয় দুটি বস্তু (চোখ) নিয়ে নেওয়ার পর সে সবর করে, তাকে প্রতিদান হিসেবে আমি জান্নাতই দেব।”

### ৫. স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণকারী মহিলার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ :

আত্মা ইবনু আবূ রাবাহ্ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, "ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন: 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না?' আমি বললাম: 'অবশ্যই।' তখন তিনি বললেন : 'এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবি-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল: আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উন্মুক্ত হয়ে যাই। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।
নবি বললেন:
ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك

তুমি যদি চাও, তো ধৈর্যধারণ করতে পারো-তোমার জন্য আছে জান্নাত। আবার তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তোমাকে সুস্থ করেন।'স্ত্রীলোকটি বলল: 'আমি ধৈর্যধারণ করব।' সে আরও বলল : 'ওই অবস্থায় আমি উন্মুক্ত হয়ে যাই। তাই দুআ করুন, যেন আমি উন্মুক্ত না হই।' নবি তার জন্য দুআ করলেন।

## ৬. কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যশীলতা আম্বিয়া কেরামদের বৈশিষ্ট্য:

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবি একবার কিছু সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল,এ তো এমন ধরনের বণ্টন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি। অতঃপর আমি নবি-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন,

رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر

আল্লাহ মূসা-এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এরচেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।”

## ৭. একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও তার বিনিময়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তির পাপ মোচন করা হয়:

আবূ সাঈদ খুদরি ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবি বলেছেন:

قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه

“মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্টও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে-এ সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।”

## ৮. কাঁটার চেয়ে নগণ্য আঘাতের বিনিময়েও ধৈর্যশীলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় :

আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها

“মুসলিম যে বিপদেই আক্রান্ত হোক, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করেন, এমনকি তা যদি একটা কাঁটাও বিঁধে তবুও।

## ৯. কষ্ট বা রোগ-ব্যাধিতে ধৈর্য ধারণকারীর গুনাহগুলো ঝরে যায়:

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ বললেন, " أجل انى لأوعك كما
يوعك رجلان منكم হ্যাঁ, আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে।" আমি বললাম: "এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ।" রাসূলুল্লাহ বলেছেন

نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم يصيبه أذى من مرض"

فما سواه الا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها

তাঁর কসম, দুনিয়ায় যে-কোনো মুসলিমের ওপর রোগ-ব্যাধির কষ্ট বা অনুরূপ কিছু আপতিত হলে আল্লাহ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।

### ১০. দুঃখে-কষ্টে নবিজি ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল মানুষ :

আয়িশা বলেন,

ما رأيت الوجع اشد منه على رسول الله

আমি রাসূলুল্লাহ-এর চেয়ে বেশি রোগযন্ত্রণা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।

### ১১. পূর্ববর্তী উম্মাতের অপরিসীম ধৈর্যের নমুনা:

খাব্বাব ইবনু আরাত বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-এর কাছে (মক্কায় আমাদের কষ্টের ব্যাপারে) অভিযোগ পেশ করলাম। তখন তিনি কা'বাঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরে

بالمنشار قد كان من قبلكم ، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، فيجاء
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه
فما يصده ذلك عن دينه ، والله لَيُتمنَّ هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى
غنمه ، ولكنكم تستعجلون حضرموت ، لا يخاف إلا الله ، والذئب على

"তোমাদের পূর্বের যুগে একজন ব্যক্তিকে (তাঁর ঈমানের জন্য) গর্ত খুঁড়ে তাতে নিক্ষেপ করা হতো। তারপর করাত এনে মাথার ওপর রাখা হতো এবং তাকে দু- টুকরো করে ফেলা হতো। লোহার শলাকা দিয়ে তার হাড্ডি থেকে মাংস খসানো হতো। তা সত্ত্বেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারত না। আল্লাহর কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সানআ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।

## ১২. আবু তালহা -এর স্ত্রীর ধৈর্যের বিরল দৃষ্টান্ত এবং বরকত লাভ :

আনাস ইবনু মালিক বলেন,

"আবূ তালহা -এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল এরপর তার মৃত্যু হলো। তখন আবূ তালহা বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন, ছেলেটি মারা গেছে,তখন তিনি তাকে প্রস্তুত করলেন (গোসল করালেন, কাফন পড়ালেন) এবং ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবু তালহা বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? স্ত্রী জবাব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবু তালহা ভাবলেন তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। অতঃপর তিনি নবি-এর সঙ্গে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। এরপর নবি-কে তাঁদের রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। তখন আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করলেন : 'لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ রাতে বরকত দেবেন।'" সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, 'একজন আনসারী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি আবু তালহা দম্পতির নয় জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআনের কারী।'

## ১৩. পূর্ববর্তী এক ধৈর্যশীল নবির মহানুভবতা :

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, "আমি যেন লক্ষ করছিলাম যে, নবি কোনো এক নবির কথা বর্ণনা করেছেন, যাকে তাঁর কওম প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে,আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন: হে রব, তুমি আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা জানে না।

## ১৪. ধৈর্যশীলদের জন্য জ্বর পাপরাশি মোচনকারী:

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ একদিন উম্মু সায়িব কিংবা উম্মুল মূসাইয়্যাব-এর কাছে গিয়ে বললেন, مالك ترفرفين তোমার কী হয়েছে, কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, ' الحمى لا بارك الله فيها ভীষণ জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন।' তখন তিনি বললেন,

لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

তুমি জ্বরকে গালমন্দ কোরো না। কেননা, জ্বর আদমসন্তানের পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার খাদ দূরীভূত করে' ।

## ১৫. মুমিন সকল অবস্থায় ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর প্রশংসাকারী :

ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ-এর ছোট মেয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়ে বুকের সাথে মিলালেন। তারপর নিজের হাত তার ওপরে রাখলেন। এরপর তার মৃত্যু হলো আর সে তখন রাসূলুল্লাহ-এর সামনে ছিল। উম্মে আয়মান কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন,

يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكِ

হে উম্মে আয়মান, তুমি কাঁদছ অথচ রাসূলুল্লাহ তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আমি কেন কাঁদব না যখন রাসূলুল্লাহ স্বয়ং কাঁদছেন?' রাসূলুল্লাহ বললেন,

إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ«، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»الْمُؤْمِنُ
بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না; বরং যে অশ্রুর ধারা তুমি দেখছ তা হলো আল্লাহ তা আলার রহমত-বিশেষ।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ বললেন, 'মুমিন সর্বাবস্থায় ভালো থাকে, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আত্মা বের করা হয় অথচ তখনো সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে থাকে'।"

## ১৬. যে যত নেককার সে তত বেশি পরীক্ষিত হয়:

আবূ সাঈদ আল খুদরি বলেন, "আমি নবি-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। আমি কাপড়ের ওপর দিয়ে তাঁর গায়ে হাত রেখে জ্বরের তীব্রতা অনুভব করলাম। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার জ্বরের তীব্রতা এত বেশি!' তিনি বললেন,

إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ

এভাবেই আমাদের জন্য বিপদ-আপদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয় আবার এর প্রতিদানও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কাদের সবচাইতে কঠিন বিপদে ফেলা হয়?' তিনি বললেন, ' الأنبياء নবিগণকে' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরপর কারা?'

তিনি বললেন,

ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ

'এরপর নেককারদের ওপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্য-পীড়িত হয় যে, শেষ

পর্যন্ত তার কাছে পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমনটা তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে'।

**১৭. রোগাক্রান্ত সময় গুনাহের সময়ের ক্ষতি পূরণ করে :**

আবূ আইয়্যুব আনসারি বলেন, "রাসূলুল্লাহ একবার এক আনসারিকে অসুস্থাবস্থায় দেখতে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সেই সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, নয় দিন যাবৎ ঘুমোতে পারিনি।' তখন রাসূলুল্লাহ বললেন,

أى أخى أصبر أى أخى أصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها

ভাই আমার, ধৈর্য ধরো। ভাই আমার, ধৈর্য ধরো। যদি তা করতে পারো তাহলে যেভাবে (সহজে) গুনাহ করেছিলে সেভাবেই গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে।'এরপর তিনি আরও বললেন,

ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا

অসুস্থ অবস্থার সময়গুলো গুনাহের সময়গুলোকে (আমলনামা থেকে) মুছে দেয়'।" আনাস থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

“যখন বান্দা তিন দিন ধরে অসুস্থ থাকে, তখন তার থেকে গুনাহ এভাবে দূর হয়ে যায়, যেভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"

## বালা-মুসীবতে নবী এবং সাহাবীদের জীবনে ধৈর্যের দৃষ্টান্ত:

যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসুলগণ সকলেই কঠিনতম বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "এবং ইসমাঈল আ. ও যুল-কিফল আ. এর কথা স্মরণ করুন, তারা প্রত্যকেই সবরকারী ছিলেন।-(সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৫) ।

এভাবে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসুলগণের ধৈর্যশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের কারণে মর্মাহত শ্রেষ্ঠনবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ স.  কে স্বান্তনাদানের উদ্দেশ্যে সবরের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী বান্দাহ দাউদ আ. কে। সে ছিলো অতিশয় আমার অভিমুখী। আমি পর্বতমালাকে তাঁর অনুগামী করে দিয়েছিলাম। যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর সমবেত পক্ষীকূলও সবাই ছিলো তাঁর অভিমুখী। আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা।"-(সূরা- সোয়াদ, আয়াত-১৭-২০) ।

হজরত মূসা আ: যখন ভূমিষ্ঠ হলেন চতুর্দিকে ফেরাউন বাহিনীর অবস্থান। পুত্রসন্তানের সন্ধান পেলেই তাকে হত্যা করা হবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নবী মূসা আ:-এর মায়ের কাছে আর কি-ই বা করার থাকতে পারে ধৈর্য ছাড়া। তখন কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে পানিতে ভাসিয়ে দিলেন নবী মূসা আ:-কে। কিন্তু ফলাফল দেখুন সেই সন্তানকে শুধু মহান আল্লাহ রক্ষাই করলেন না ফিরাউনের মাধ্যমে তার মায়ের কাছেই রাজকীয়ভাবে লালিত পালিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করলেন।

হজরত মুসা (আ.) নদীপাড়ে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে সমূহ বিপদ দর্শনে উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘কালা কাল্লা! ইন্না মায়িয়া রব্বি ছাইয়াহদিন।’ অর্থ: (মুসা আলাইহিস সালাম) বলল, ‘কখনোই নয়! (আমরা ধরা পড়ব না, পরাজিতও হব না, কারণ) আমার সঙ্গে

আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' (পারা: ১৯, সূরা-২৬ শোআরা, আয়াত: ৬২) ।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা শরিফ থেকে হিজরত করে মদিনা শরিফ যাওয়ার পথে গারে ছুরে (সুর পর্বতগুহায়) যখন আত্মগোপন করে ছিলেন, তখন তাঁর প্রিয় সাথি হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) কে অভয় দিয়ে এভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন। কোরআন শরিফে তা উল্লেখ হয়েছে, 'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফিরেরা তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।'

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের মুনাফিকের শিকার হয়েছিলেন নবীপতী নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী মা আয়েশা রা:। যে কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা: এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে আয়েশা রা:-এর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেন।

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন তপ্ত মরুর বুকে শুইয়ে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য জোর জবরদস্তি করা হচ্ছিল

তিনি শুধু বলছিলেন, আহাদ, আহাদ। অর্থাৎ, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

আমাদের সকলের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন তায়েফের ঘটনা আশা করি কারোরই অজানা নয়।

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধৈর্য সম্পর্কে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করছি,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে পথে চলছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে (তাঁর চাদর ধরে) খুব জোরে টান দিল। অবশেষে আমি দেখলাম, জোরে টানার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্কন্ধে চাদরের পাড়ের দাগ

বসে গেছে। অতঃপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট আছে তা হতে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন।

(সূত্র: হাদিসবিডি )

যদি তিনি ধৈর্যশীল না হতেন তবে কি তিনি তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিতে পারতেন? কখনই না বরং তখন তিনি ওই বেদুঈনকে শাস্তি দিয়ে এর প্রতিশোধ নিতেন।

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা :-

তার কিছু সন্তানের ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারিয়ে প্রায় ২৫ বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি কখনও তার সন্তানদের সাথে এর জন্য খারাপ আচরণ করেননি বরং তাদের সাথে সবরে জামিল তথা উত্তম ধৈর্য ধারণের সংকল্প করেছিলেন।

অবশেষে ২৫ বছর পর তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিরে পেয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তার পুত্রের মাধ্যমে তার হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । সুবহানাল্লাহ।

ধৈর্য ধারণ যে মুমিনদের জন্য কতটা কল্যাণকর হতে পারে তা এই ঘটনা থেকে আমরা আবারও বুঝতে পারি।

উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর এসেছিলেন খলিফা আল-ওয়ালিদ বিন আবৃদিল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাথে ছিল সে সময়ের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক,

তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ। যুবকটির পরনে ছিল অভিজাত পোশাক, মাথার চুল ছিল দু-দিকে সিঁথি কাটা। ওয়ালিদ যুবকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল: "কুরাইশের যুবকরা দেখতে এমনই হয়।" এই কথা বলে সে তার প্রতি বদনজর হানে। যুবকটি সেই স্থান ত্যাগ করার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর চলে যাওয়ার সময় আস্তাবলে ঘোড়া প্রস্তুতকালে ঘোড়া থেকে পড়ে যায় এবং ঘোড়া তাকে পদদলিত করে মেরে ফেলে। তারপর উরওয়ার পায়ে পচন ধরে এবং ওয়ালিদ তাঁর কাছে ডাক্তার পাঠায়। ডাক্তাররা তাকে পরামর্শ দেয়, পা কেটে ফেলতে হবে নয়তো পচন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে এবং সে মারা যাবে। উরওয়াহ রাজি হলে ডাক্তাররা করাত দিয়ে পা কাটতে শুরু করে। করাত যখন হাড়ে গিয়ে পৌঁছুল তখন উরওয়াহ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরল তখন তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত ছিল। তিনি বারবার পড়ছিলেন : লা ইলাহাইল্লাল্লাহ, আল্লাহু

আকবার। অস্ত্রপাচার সম্পন্ন হওয়ার পর কর্তিত পা হাতে তুলে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, "আমি সেই একক সত্ত্বার শপথ করছি, (এই পায়ে) আমি কখনো খারাপ কাজে যাইনি বা আল্লাহ অপছন্দ করেন এমন কোথাও যাইনি।" তারপর সে নির্দেশ দিলেন পা-টাকে ধুয়ে সুগন্ধী মেখে কাপড়ে মুড়িয়ে কোনো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করার জন্য।

উরওয়াহ যখন আল-ওয়ালিদের কাছে থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন তারআত্মীয়-স্বজন শহরের সীমান্তে তার সাথে সাক্ষাতে আসতে থাকল এবং সান্ত্বনাজানাল। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন:

(لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ...

আমরা আমাদের এই সফরে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অতঃপর জানালেন, তিনি মদীনায় প্রবেশ করবেন না; কারণ, সেখানকার লোকেরা হয়তো কারও দুর্দশায় নিয়ে মজা করে, না-হয় অন্যদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়।

সুতরাং তিনি আল-আকীকে বসবাস করতে লাগলেন। ঈসা ইবনু তালহা তাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, তোমার শত্রুরা ধ্বংস হোক এবং তার ক্ষতস্থান দেখতে চাইলেন। উরওয়াহ তার কাটা-পা দেখালেন। ঈসা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে যুদ্ধে উসকে দিতে আসিনি। আল্লাহ আপনার অধিকাংশ শরীরকে রক্ষা করেছেন। আপনার মনোবল, আপনার জবান, আপনার দৃষ্টিশক্তি, দুটো হাত এবং একটি পা আল্লাহ হেফাযত করেছেন। উরওয়াহ তাকে বললেন, "আপনার মতো করে আর কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেয়নি।" অস্ত্রপাচারের আগে ডাক্তাররা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ব্যথ্যানাশক হিসেবে সে মাদক গ্রহণ করবে কি না। তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আল্লাহ যেখানে আমার সহ্যক্ষমতা কতটুকু তার পরীক্ষা নিচ্ছেন, সেখানে কী করে আমি তার অবাধ্য হই!

আবুস সাফার থেকে বর্ণিত, আবূ বাকর অসুস্থ ছিলেন। কিছু লোক তাঁকে দেখতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার জন্য কি ডাক্তার ডাকব না?" আবূ বাকর বললেন: "ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন: "ডাক্তার কী বলেছেন?" আবূ বাকর জানালেন: "তিনি বলেছেন, 'আমার যা ইচ্ছে আমি তা-ই করি'।” (অর্থাৎ আল্লাহ তার ডাক্তার এবং মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল)।

## সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য

বিপদে পড়লে আমাদের সবাইকেই ধৈর্য ধরতে হয় হয়-কেউ স্বেচ্ছায় ধরি কেউ-বা নিরুপায় হয়ে। তবে যিনি মহান, তিনি স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করেন; কারণ, তিনি এর সুন্দর ফলাফল সম্বন্ধে জানেন এবং সে এটাও জানেন যে, ধৈর্যধারণ করলে তিনি প্রশংসিত হবেন আর উদ্বিগ্ন হলে নিন্দিত হবে। তিনি ভালো করেই বোঝেন যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ না করেন, তাহলে উদ্বেগ তাকে হারানো জিনিসটি ফিরিয়ে দেবে না, অপছন্দের কাঁটাও সরিয়ে নেবে না। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে তাকদির বদলে যাবে না আর তিনি চান বলে কোনো কিছু তাকদিরে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে না। সুতরাং উদ্বেগ বস্তুত ক্ষতির কারণ হয়।

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন: মুসিবত নাযিল হওয়ার সময়ই জ্ঞানীরা যা করবার তা করে নেয়, আর আহাম্মকেরা সেটা করে এক মাস পর। হীন ব্যক্তি কেবল উপায়ান্তর না পেয়ে ধৈর্যধারণ করে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একে মোকাবিলা করার কিছু খুঁজে না পেয়ে-পেটানোর জন্য বেঁধে রাখা ব্যক্তির মতো-সবর করে।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে। অপরদিকে হীন লোকেরা শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধরে।হীন লোকেরা নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে

সর্বাধিক ধৈর্যশীল হয়ে থাকে কিন্তু তাদের রবের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে কম ধৈর্যশীল হয়। নিজেদের প্রবৃত্তিপুজোয় বিভিন্ন রকম ঝুটঝামেলা পোহাতে তারা রাজি, কিন্তু প্রভুর সন্তুষ্টির স্বার্থে সামান্যতম কষ্ট স্বীকারে বেজায় নারাজ। এরা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ থেকে বিরত থাকে, কামনা-বাসনা চরিতার্থে গর্ববোধ করে এবং হাজারো অপমান সয়ে যায় নীরবে। একইভাবে তারা নিজেদের আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য ধৈর্যধারণ করে না, কিন্তু শয়তান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এমন লোকেরা আল্লাহর চোখে কখনো মহৎ হতে পারে না এবং হাশরের ময়দানে সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের কাতারে ঠাঁই পাবে না।

## বালা মুসিবা অবস্থায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত:

বালা মুসিবা অবস্থায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত অনেকগুলো। কিছু মৌলিক ফযীলত হলো:

১। *মানসিক শান্তি*: ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষ তার মানসিক শান্তি বজায় রাখতে পারে। মুসিবার সময়ে ধৈর্য ধারণ করা মানসিক উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং চিন্তার ও অভাবনার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করতে সাহায্য করে।

২। *স্থিরতা*: মুসিবার সময়ে ধৈর্যশীল থাকা মানুষকে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিকে অস্থিরতা এবং অপ্রস্থ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তুলে ধরে।

৩। *পরিমাণে বৃদ্ধি*: মুসিবা এবং ধৈর্যের অনুভূতির মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণিমা ও বিকাশে বৃদ্ধি হতে পারে। এটি তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে বৃদ্ধি করে।

৪। *আত্ম-বিশ্বাস এবং উন্নত ক্ষমতা*: মুসিবা এবং ধৈর্য অধিকতর ব্যক্তিকে নিজের অধিক ক্ষমতা এবং আত্ম-বিশ্বাস উদ্ধার করে। এটি তার আত্মীয়তা এবং নিজের সাথে বিশ্বাস উন্নত করে।

এই সব ফযীলত মিলিয়ে বালা মুসিবার সময়ে ধৈর্য ধারণ করা একজন ব্যক্তির চরিত্র এবং সম্প্রেক্ষণে অপার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

## বালা-মুসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম :

সাধারণভাবে বালা-মুসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে, যারা দারিদ্র্যতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকী, ধৈর্যহীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দীনের

ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। পক্ষান্তরে বিপদ-মুসিবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে, তবে এই মুসিবত তার জন্য দীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।

বিপদাপদ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। বিপদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন- কে ধৈর্যের পরিচয় দেয় ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে, আর কে ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

বিপদ যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। উক্ত হাদীসে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন-

১. বান্দা যেমন আমল করবে, তেমনই প্রতিদান পাবে। অর্থাৎ “যেমন কর্ম তেমন ফল”।

২. এখানে আল্লাহর একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল ‘সন্তুষ্ট হওয়া’। আল্লাহ তা‘আলার অন্যান্য গুণের মতই এটি একটি গুণ। অন্য সব গুণের মতই এটিও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে; যেমনটি তার জন্য উপযুক্ত হয়।

৩. অত্র হাদীসে জানা গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা এক বিশাল উদ্দেশ্যে বান্দার উপর বিপদ-মুসিবত দিয়ে থাকেন। তা হল, তিনি এর মাধ্যমে তার প্রিয়পাত্রদেরকে পরীক্ষা করেন।

৪. এখানে তাকদীরেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। “আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। ” (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

৫. মানবজীবনে যত বিপদাপদই আসুক না কেন, সব আসে আল্লাহর তাকদীর তথা পূর্বনির্ধারিত ফায়সালা অনুযায়ী।

৬. এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ নেমে আসলে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বিপদের মুখে আল্লাহর নিকটই ধর্ণা দিতে হবে এবং তার উপরই ভরসা রেখে পথ চলতে হবে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। জীবনের সকল কষ্ট ও বিপদাপদে আল্লাহ তা'আলা নামায ও সবরের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়।আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি সাহায্য করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন। এখান থেকে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মুমিন ব্যক্তিরজন্য জীবনের প্রতিটি পদে পদে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া দরকার। কারণ এই সবরের মাধ্যমেই আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

ধৈর্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি সফল ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জনে প্রতিটি মানুষই ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। কেননা, আমল অল্প হোক কিংবা বেশি, তা আদায় করতে হলে উপযুক্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাইতো এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন-

«اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ»

ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।

## বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হলে করণীয়:

বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার অপার্থিব কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলো অনুসরণ করলে বালা-মুসিবত দূর হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে মনে রাখতে হবে যে দোয়া ও দাওয়া দুটিই জরুরি। অপার্থিব পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার পাশাপাশি পার্থিব উপায়-অবলম্বন গ্রহণ করাও ইসলামের বিধান।

নিম্নে বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার অপার্থিব পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো—

**বেশি ইবাদত করা:** বিপদ এলে বেশি ইবাদত-বন্দেগি করা উচিত, যাতে আল্লাহর রহমত নাজিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসুল (সা.) বলেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সদকা করবে।’ (বুখারি, হাদিস: ১০৪৪)

**তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা:** আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সত্‌কর্ম পরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক। (তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৪৯)

রাসুল (সা.) বলেন, আমাদের রব প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (প্রথম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারি, হাদিস: ১১৪৫; মুসলিম, হাদিস: ৭৫৮)

সুতরাং এ সময়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দেবেন।

**সদকা করা:** জান-মালের ওপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-সদকা করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সত্কর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী। সুরা: আরাফ: ৭/৫৬

তিনি আরো বলেন, 'বস্তুত সত্কর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' (সুরা: তাওবা, আয়াত: ৯১)

**আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করা :** আজাব-গজব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এবং পাপীদের ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার আগের সম্প্রদায়সমূহের কাছে রাসুল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদের অভাব-অনটন ও রোগব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হলো না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৪২-৪৩)

তিনি আরো বলেন, 'কোনো জনপদে যখন আমরা কোনো নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদের (পরীক্ষা করার জন্য) নানা রকম কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি, যাতে তারা অনুগত হয়।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৯৪)

## বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের দোয়া:

ক. দোয়া ইউনুস পড়া: রাসুল (সা.) বলেন, আমি তোমাদের এমন কোনো বিষয়ের সংবাদ দেব যে তোমাদের কারো ওপর যখন দুনিয়াবি কোনো কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুসিবত নাজিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দোয়া করলে তা দূরীভূত হয়। তা হলো ইউনুস (আ.)-এর দোয়া—'লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জলেমিন।' (সহিহুল জামে, হাদিস : ২৬০৫)

খ. আউজু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শাররি মা খলাক্ব। অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ চাচ্ছি। (মুসলিম, হাদিস: ২৭০৮)

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা: আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরো বৃদ্ধি পায়।' (সুরা: ইসরা/বনি ইসরাঈল, আয়াত: ১০৯)

গ) তাওবা ও ইস্তিগফার করা: পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হলো, ওই পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য সওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর কাছে তাওবা করতে হবে। কেননা কোরআন-হাদিস প্রমাণ করে যে মানুষের গুনাহর কারণেই বিপদ-মুসিবত আপতিত হয় এবং তাওবা ছাড়া তা দূরীভূত হয় না।

রাসুল (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিজিক দান করেন এমন স্থান থেকে, যা সে কখনো কল্পনা করে না। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ঘ) সূরা দুহা ও সূরা ইনশিরাহ পাঠ করা

## ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায়:

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব।

কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)

এটি অর্জন করতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। সঙ্গে প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান। কারণ কোনো মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা না থাকলে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকলে সে ধৈর্যশীল হতে পারবে না।

রাসুল (সা.) একবার আনসারি কিছু সাহাবিকে বলেন, 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে

অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দান করা হবে না। (বুখারি, হাদিস: ৬৪৭০)

মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জান্নাত উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই আছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাত—যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষরা, তাদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সত্ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (আর বলবে) শান্তি তোমাদের ওপর। কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।' (সুরা রাদ, আয়াত : ২২-২৪)

দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু পরম করুণাময় এর বিনিময়েও মুমিন বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৪১)

তাই দুনিয়াতে কোনো কিছু না পেলে বা কোনো বিপদে পড়লে ধৈর্যহারা না হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি না, কোনটা আমাদের জন্য ভালো, আর কোনটা খারাপ। কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণের। আল্লাহ আমাদের জন্য যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। এতে আমাদের সাময়িক কষ্ট অনুভূত হলেও এর বিনিময়ে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৫)

বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন; এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬)

এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়; বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

বিপদাপদে এ কথা মনে করা যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। আমাকেও পরীক্ষা করে আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই বিপদের সঙ্গে মুক্তি আছে, কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি। এ ছাড়া একজন মুমিনের এ কথা বিশ্বাস রাখা চাই যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো মসিবত দেন না, যা তার সক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। যেমন—কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।

এ ছাড়া যারা ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে যায়, তাদের মধ্যে এই গুণ ধীরে ধীরে চলে আসবেমহান আল্লাহ সবাইকে এই মহত্ গুণ অর্জনের তাওফিক দান করুন।

## যেসব কাজে ধৈর্য ধারণ করতে হয় :

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন—

১. **জাগতিক বিপদে :** এই পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার। রোগ, বালাই, অসুস্থতা, মৃত্যু ও অভাবের মতো বিপদের দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, পৃথিবীর প্রতি যার কোনো অভিযোগ নেই। জাগতিক এসব বিপদের সর্বোত্তম চিকিৎসা ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি শুভ সংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)

২. **প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধৈর্য :** দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবী মানুষের ভেতর টিকে থাকার দুর্বার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে, যা একসময় তার ভেতর মোহ তৈরি করে। নারী, ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি ও খ্যাতির মোহ থেকে তার ভেতর জন্ম নেয় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি থেকে বাঁচা মানুষের জন্য কষ্টকর কাজ। এ জন্য প্রয়োজন হয় ধৈর্যের। ইরশাদ হয়েছে, 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে। এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪) তবে ইসলাম মানুষকে সীমার মধ্যে থেকে বৈধ উপায়ে তার চাহিদা পূরণের অনুমতি দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।' (সুরা নিসা, আয়াত: ২৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাইতো উত্তম।' (সুরা নাহল, আয়াত: ১২৬)

৩. **আল্লাহর আনুগত্যে:** আল্লাহ তাআলা বহু বিধান দান করেছেন। ব্যক্তি ধৈর্যশীল না হলে, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করা, সম্পদের মোহ ত্যাগ করে জাকাত প্রদান

করা, হজ ও জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত: ৬৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও তাতে (ধৈর্যসহ) অবিচল থাকো, আমি তোমার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য।' (সুরা তাহা, আয়াত: ১৩২) ।

**আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণের ব্যাখ্যা** :

আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণের তিনটি পর্যায় হয়। তা হলো—

এক. **আনুগত্যের আগে** :

ইবাদতের আগে নিয়ত বিশুদ্ধ করা এবং ইবাদতের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জ্ঞানী মাত্রই জানেন নিয়তের বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করা কোনো সাধারণ কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামাজ কায়েম করতে। এটাই সঠিক দ্বিন।' (সুরা বাইয়িনা, আয়াত : ৫)রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আমলের পরিণাম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১)

দুই. **আনুগত্যের সময়** :

শরিয়ত বহু বিধান প্রণয়ন করেছে এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছে কিছু শিষ্টাচার। বিধান পালন করা যতটা সহজ, শিষ্টাচারগুলো মান্য করা ততটা সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ নামাজ পড়া খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু পাবন্দির সঙ্গে নামাজ আদায় করা, খুসু-খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করা, শীতের ভেতর মসজিদে যাওয়া কঠিন কাজ।

তিন. **আনুগত্যের পরে** :

মানুষ যখন কষ্ট সহ্য করে কোনো ইবাদত করে, তখন তার এই ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে মানুষ তার ভালো কাজের প্রশংসা করুক, সমাজে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ক। খ্যাতির এই মোহ মানুষের বহু মূল্যবান আমলকে মূল্যহীন করে ফেলে। তাই মুমিনের উচিত অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্থান না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিকভাবে ধৈর্যধারণের তাওফিক দিন।

## ধৈর্যহীনতার পরিণতি:

ধৈর্য ধারণ না করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত দুটোকেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

কারণ, ধৈর্য ছাড়া কোনো কাজই কেউ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন না। বিশেষ করে ভালো কাজ করা জন্য ধৈর্য ধারণের কোনো বিকল্প নে সুতরাং, কেউ যদি ধৈর্য ধারণের চর্চা না করেন তাহলে পরকালে তো তিনি ব্যর্থ হবেনই উপরন্তু দুনিয়াতেও তাকে লাঞ্চনাময় জীবন যাপন করতে হবে।

ধৈর্যহীনতা মানুষকে শুধু যে ব্যর্থ করে দেয় তাই নয় বরং এটা মানুষকে চরিত্রহীন ব্যক্তিতেও পরিণত করে।ফলে সে নিজের জন্য তো বটেই উপরন্তু গোটা সমাজের জন্যও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

## পরিশেষ:

পরিশেষ এ কথা বলা যায় যে, ইসলামে বালা-মুসিবত এ সবর বা ধৈর্যের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর বা ধৈর্য। তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর বা ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২ অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাবতীয় অর্থেই সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:
১. মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম ।
২.মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী ।
বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক: আহছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম ।
৪. মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ ।
৫.আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী